ভ্রাতৃপ্রেম ও পরিশ্রমী জীবন

১ম থিষলনীকীয় ৪ অধ্যায় ৯-১২ পদ

গতদিন আমরা ১থিলনীকীয় ৪:১-১২ পদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়কে দেখেছি:

১-২ পদ	**ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জীবন-যাপনের জন্য উপদেশ**
৩-১২ পদ	**কী প্রকার জীবন-যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়**
৩-৮	ক। পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের দ্বারা (ব্যভিচার)
৯-১০	**খ। বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেমের দ্বারা**
১১-১২	**গ। শিষ্টাচার বা পরিশ্রমী জীবন যাপনের দ্বারা**

গত সপ্তাহে আমরা বিশ্বাসীর পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন যাপন সম্বন্ধে শিখেছি। আজ আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টকারী বিশ্বাসীর জীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিকগুলি সম্বন্ধে শিখব।

খ। বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম (৯-১০ পদ): বিশ্বাসীর কী প্রকার জীবন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ৯ পদে পৌল পবিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন যাপন থেকে ভ্রাতৃপ্রেমের কথায় উপনীত হয়েছে। বিশ্বাসীরা একে অন্যের প্রতি একদিকে যেমন অবৈধ বা অপবিত্র সম্পর্ক থেকে দূরে থাকবে, ঠিক তেমনই, অন্যদিকে, একে অন্যের প্রতি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও আচরণের ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ থাকবে।

৯ পদে বলা হয়েছে, *"আর ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লেখা অনাবশ্যক, কারণ তোমরা নিজেরা পরস্পর প্রেম করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পেয়েছ।"* এর আগে ১:৩ পদে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, তাদের *"প্রেমের পরিশ্রমের"* কথা এবং ৩:৬ পদে, *"তাদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ সংবাদের"* কথা বলেছে। হ্যাঁ, থিষলনীকীয় বিশ্বাসীরা যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে মন পরিবর্তন লাভ করেছে। ফলস্বরূপ, তারা ঈশ্বরের ভালোবাসার দৃষ্টিতে অন্যদের দেখতে শুরু করেছে এবং অন্যদের প্রতি স্বার্থত্যাগী, আত্মোৎসর্গকারী ভালোবাসার জীবন শুরু করেছে। এখন, কোনও একজন মাত্র বিশ্বাসী যে এই প্রকার জীবন যাপন করছে, তা নায়; পরিবর্তে সে তার চারপাশে অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকেও সেই ভালোবাসার জীবন যাপন করতে দেখতে পাচ্ছে। আর তা-ই, সে সহবিশ্বাসীদের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেমের *(Gk. φιλαδελφίας; En. brotherly love)* সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবনে এটি একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রেরিতশিষ্য যোহনের লেখা পত্রে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ দেখতে পাই। ১যোহন ৩:১৪ পদে যোহন লিখেছে, *"আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ ভাইদের প্রেম করি; যে কেউ প্রেম করে না, সে মৃত্যু মধ্যে থাকে।"* আবার, ১যোহন ৩:১০ পদে যোহন লিখেছে, *"যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরের লোক নয়।"* নতুন নিয়মের প্রায় সর্বত্র বিশ্বাসীদেরকে পরস্পরের প্রতি সেই ভালোবাসার জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যার দ্বারা অন্যের উপকারার্থে বিশ্বাসী নিজে ত্যাগস্বীকার করতেও দ্বিধা করে না।

কিন্তু এ বিষয়ে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে পৌলের দ্বারা পৃথকভাবে শিক্ষা দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তারা স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সেই শিক্ষা পেয়েছে। এই কথার দ্বারা পৌল বিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাসকারী পবিত্র আত্মার দ্বারা শিক্ষালাভকে নির্দেশ করেছে। পূর্ববর্তী পদে, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বসবাসের কথা বলেছে। এখন, ১করিন্থিয় ২:১৩ পদে, পৌল পবিত্র আত্মার দ্বারা শিক্ষা লাভের কথা বলেছে *(আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য)*, আবার রোমীয় ৫:৫ পদে, বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম সেচিত হবার কথা বলা হয়েছে *(যেহেতু আমাদেরকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হয়েছে)*। মনপরিবর্তনের সময় বিশ্বাসী যে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে, যিনি তাদের হৃদয়ে বসবাস করেন, তিনিই বিশ্বাসীদেরকে একে অন্যকে ভালাবাসতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

১০ পদে পৌল আরও লিখেছে, *"আর সত্যিকরে সমস্ত মাকিদনিয়া-নিবাসী সমুদয় ভাইদের প্রতি তা করছ। কিন্তু তোমাদেরকে বিনয় করে বলছি, ভাইরা,*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আরও বেশি উপচিয়া পড়।'' এখন স্বয়ং ঈশ্বর তথা পবিত্র আত্মার দ্বারা তারা যে শিক্ষা পেয়েছে, তা তারা বাস্তবে তাদের জীবনে প্রয়োগ করে চলেছে। যার ফলস্বরূপ, মাকিদনীয়ার সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীদের প্রতি তারা সেই ভালোবাসার জীবন যাপন করে চলেছে। আমরা জানি, তৎকালীন গ্রিক সাম্রাজ্যের মাকিদনীয়া প্রদেশের মধ্যে অন্য দুটি শহর, তথা ফিলিপী ও বিরয়াতে পৌল ও তার সঙ্গীদের সুসমাচার প্রচারের দ্বারা মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কেবল এই ৩টি শহর নয়, ধরা যেতে পারে এই প্রদেশের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানেও বিশ্বাসীদের উপস্থিতি ছিল, যাদের কথা লেখা হয়নি। কারণ সীল, তীমথিয় বা লূক মাকিদনীয়া প্রদেশে বাক্য প্রচারের কাজ করেছিল। তা-ই, ১:৭ পদে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের প্রশংসা করে লিখেছিল, *"এইভাবে, মাকিদনীয় ও আখায়াস্থ সমস্ত বিশ্বাসীদের আদর্শ হয়েছ।''* কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ভ্রাতৃপ্রেমের উপস্থিতি থাকলেও, তা কিন্তু কখনও আত্মসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। কারণ, এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার প্রয়োজন আছে; আমাদের পার্থিব জীবনে, এ বিষয়ে আমরা কখনও নিখুঁততা লাভ করতে পারি না। আর তাই, পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের *বিনয় করে বলেছে, "ভাইরা, আরও বেশি উপচিয়া পড়।''*

এখন, ৪:৬ পদে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে নিজের ভাইকে ঠকাতে নিষেধ করার পর, ৪:৯-১০ পদে ভ্রাতৃপ্রেমের কথা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অনৈতিক যৌন আচরণ থেকে দূরে থাকার একটি অন্যতম উত্তম উপায় হল, অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে খ্রীস্টেতে ভাই বা বোন জ্ঞান করা। একে অন্যকে একই পরিবারের সদস্য জ্ঞান করার দ্বারা আমরা প্রকৃত ভালোবাসার জীবন যাপন করতে পারি। ঈশ্বর যেমন আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের উচিৎ সহবিশ্বাসীকে যেন আমরাও সেই প্রকার ভালোবাসার দ্বারা তাদেরকে বিশ্বাসে গেঁথে তুলি। তাই, মণ্ডলীর যুবক-যুবতী, আমরা যখন একে অন্যকে দেখব, তখন যেন মনে রাখি যে, আমি আমার পরিবারের একজন সদস্য/সদস্যাকে দেখছি।

গ। শিষ্টাচার বা পরিশ্রমী জীবন যাপনের দ্বারা (১১-১২ পদ): কিন্তু কেবল নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন যাপন করলেই হবে না। বিশ্বাসীদের চারপাশে যে সমস্ত অবিশ্বাসীরা আছে, তারা যাতে ঈশ্বরের সুসমাচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসীদের আদর্শ জীবন। সেই জীবনের মধ্যে থাকবে (১) শান্তভাব, (২) নিজের কাজ নিজে করা, এবং (৩) কায়িক পরিশ্রম। ১১ পদে পৌল লিখেছে, *"আর শান্তভাবে থাকতে ও নিজের নিজের কাজ করতে এবং নিজের হাতে কাজ করতে যত্নবান হও- যেমন আমরা তোমাদের আদেশ দিয়েছি।''*

পত্রের এই অংশে এসে, এই ৩টি বিষয়ে পৌলের পরামর্শ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ঠিক পরেই, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের (৪:১৩-৫:১১) সঙ্গে জড়িত বিষয়ের আলোচনা পৌল করতে চলেছে। পৌল যখন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তখন সে নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভুর দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল; এবং তারাও সেই শিক্ষা গ্রহণ করে আগ্রহ সহকারে প্রভুর দ্বিতীয় আগমণের অপেক্ষা করছিল (১:১০)। কিন্তু ধরা যেতে পারে যে, যীশুর দ্বিতীয় আগমণের প্রতি তারা বড্ড বেশি জোর দিয়ে ফেলেছিল। যার ফলস্বরূপ, তারা জগতের মাটিতে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের পরিবর্তে, অবহেলা করতে শুরু করেছিল। আর তাই, পৌল বাধ্য হয়েছিল, যীশুর দ্বিতীয় আগমণের সন্নিকটতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে ভুল ধারণা তৈরী হয়েছিল, তার সংশোধন করতে। এখন, যীশুর দ্বিতীয় আগমণের জন্য ধৈর্য ও আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। এ বিষয় প্রেরিতশিষ্য **যোহনের** ছিল গভীর আকাঙ্ক্ষা (প্রকাশিত বাক্য ২২:২০); প্রেরিত **যাকোবও** ধৈর্য সহকারে প্রভুর আগমণের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে (যাকোব ৫:৭-৮); একইভাবে, প্রেরিতশিষ্য **পিতর** নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর দ্বিতীয় আগমণের দিনে নিজেদের নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ রাখতে বলেছে (২পিতর ১৩:১৪); আবার প্রেরিত **পৌল** আগ্রহ সহকারে প্রভুর আগমণের প্রতীক্ষা করতে বলেছে (১করিন্থিয় ১:৭)।

কিন্তু ধরা যেতে পারে, থিষলনীকীয় বিশ্বাসীরা প্রভুর দ্বিতীয় আগমণের প্রতি এত বেশি জোর দিয়েছিল যে, তারা তাদের স্বাভাবিক জীবনের দায়িত্বকেও অবহেলা করতে শুরু করেছিল (২থিষলনীকীয় ২:২; ৩:১০)। এ বিষয়ে পৌল যখন অবগত হয়েছিল, তখন সে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদেরকে সেই ভুল পথ ত্যাগ করার কয়েকটি বাস্তব পরামর্শ দিয়েছে। কারণ, প্রভুর দ্বিতীয় আগমণের জন্য ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা আমাদেরকে কখনও আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয় না। যীশু নিজে তাঁর দশ মুদ্রার দৃষ্টান্তে (লূক ১৯:১১-২৭) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের দিন পর্যন্ত বিশ্বাসীদের উচিৎ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করা। এর দ্বারা বিশ্বাসীরা একদিকে, যেমন নিজেদের জীবনোপায় নিজেরা অর্জন করবে, ঠিক অন্যদিকে, তাদের চারপাশের অবিশ্বাসীদের কাছে তারা আদর্শ জীবন উপস্থাপন করতে পারবে। যে ৩টি বিষয়ের কথা পৌল এখানে বলেছে, সেগুলির বিষয় পৌল তাদের কাছে আগেই জানিয়েছিল ***(যেমন আমরা তোমাদের আদেশ দিয়েছি)***, এগুলি তাদের কাছে কোনও নতুন বিষয় নয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে তারা তেমন উৎসাহজনক সাড়া দিতে না পারায়, পৌল পুনরায় তা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

(১) **শান্তভাব**: ***"শান্তভাবে থাকতে যত্নবান হও।"*** পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের অশান্ত জীবন থেকে দূরে থাকতে বলেছে। এখানে শান্ত জীবনের অর্থ দ্বন্দ্বের অবসান বা যুদ্ধপরবর্তী শান্তি। পৌল এই কথার দ্বারা, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের শান্ত মনোভাবের অধিকারী হতে পরামর্শ দিয়েছে। বিশ্বাসী আমরা অবিশ্বাসীদের মতো অনেক সময় বেশি কথা, বাজে কথা বা উল্টোপাল্টা কথা বলে থাকি। এর দ্বারা আমরা মণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন অশান্তি বা দলাদলিকে উস্কে দিয়ে থাকি। যীশুর দ্বিতীয় আগমণের সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা না থাকা সত্ত্বেও, নিজেদের মনগড়া কাহিনীর দ্বারা বিশ্বাসীরা মণ্ডলীর সুস্থ পরিবেশকে অশান্ত করে তুলতে পারে। এই ধরণের কাজ যারা করে, তাদের মধ্যে আমরা সেই ঔদ্ধত্ব দেখতে পাই, যা তাদেরকে অনধিকারচর্চায় ব্যস্ত রাখে। মণ্ডলীর নেতাদেরও সমালোচনা করতে, এবং তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে তারা পিছ্পা হয় না। যার ফলস্বরূপ, মণ্ডলীর সুন্দর পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। তাই, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকে শান্তভাবে থাকতে যত্নবান হতে বলেছে। এই কারণে, পৌল তীমথিয়কে ও ইফিষের বিশ্বাসীদেরকে রাজাদের ও উচ্চপদস্থদের জন্য এই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে বলেছে, ***"যেন আমরা (বিশ্বাসীরা) সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও <u>ধীরতায়</u> নিরুদ্বেগে ও <u>প্রশান্ত জীবন</u> যাপন করতে পারি"*** (১তীমথিয় ২:২)।

(২) **নিজের কাজ নিজে করা**: ***"নিজের নিজের কাজ করতে যত্নবান হও।"*** পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে নিজেদের জীবনের প্রতি মনোযোগী হতে, বা নিজেদের জীবিকার প্রতি নজর দিতে, বা অনধিকারচর্চা থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। ধরা যেতে পারে, প্রভুর দ্বিতীয় আগমণের সন্নিকটতার অজুহাত দেখিয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে, তাদের পার্থিব কাজকর্ম থেকে হাত গুটিয়ে বসেছিল। এখন, এইভাবে কাজকর্ম থেকে নিজেদের দূরে রাখার ফলস্বরূপ, প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে (কাজ না থাকলে খই ভাজ), তারা পরচর্চা বা অনধিকারচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের সেই প্রকার জীবনের বিষয় আমরা ২থিষলনীকীয় ৩:১১-১২ পদে ইঙ্গিত পাই: ***"বাস্তবিক আমরা শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অনিয়মিতরূপে চলছে, কোনও কাজ না করে অনধিকারচর্চা করে থাকে। এই প্রকার লোকদেরকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিচ্ছি, তারা শান্তভাবে কাজ করে নিজেদেরই অন্ন ভোজন করুক।"*** হতে পারে, বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েছিল যে, তাদের জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন, তা মণ্ডলী তথা অন্যান্য বিশ্বাসীরা যোগান দিতে বাধ্য। তাদের সেই ভুল ধারণার সংশোধন করতে পৌল নিজের নিজের কাজে মনোযোগী হতে বলেছে। অন্যদিকে, যারা কেবল পরচর্চা বা অনধিকারচর্চায় ব্যস্ত ছিল, তাদেরকেও নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতে পৌল পরামর্শ দিয়েছে।

(৩) **কায়িক পরিশ্রম করা**: ***"স্বহস্তে পরিশ্রম করতে যত্নবান হও।"*** কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে গ্রিকদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, ক্রীতদাস-

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দাসীরাই কেবল কায়িক শ্রম করবে, স্বাধীন ব্যক্তিরা সর্বদা তা থেকে দূরে থাকবে। এমন সাধারণ মনোভাবের সমাজের মধ্যে যদিও খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তথাপি খ্রীস্টবিশ্বাসীরা সমাজের সেই ভ্রান্ত মনোভাবকে অস্বীকার করতে সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের সমাজ বা সংস্কৃতির দ্বারা খ্রীস্টীয় জীবনের মান কখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি। আর তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা শিক্ষা পেয়েছে, ***"কথায় কি কাজে, যা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর সেবার মনোভাবে কর"*** (কলসীয় ৩:১৭); ***"স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম কর"*** (ইফিষীয় ৪:২৮)। ধরা যেতে পারে, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বেশিরভাগ বিশ্বাসী সমাজের নিচুতলার মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে অনেকে ক্রীতদাস বা শ্রমজীবি ছিল। কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসী হবার পর, তারা খ্রীস্টেতে তাদের স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা করে, কায়িক শ্রম থেকে নিজেদের হাত গুটিয়েছিল। একইসঙ্গে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের জন্য প্রতীক্ষা তাদেরকে শ্রমসাধ্য কাজ থেকে বিরত করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে পৌল কিন্তু কোনও অর্থে সেই সংস্কৃতি বা পরিস্থিতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি। পরিবর্তে, বিশ্বাসীদেরকে কায়িক শ্রম করতে উৎসাহিত করেছে। ২থিষলনীকীয় ৩:১০ পদে, পৌল তাদেরকে সতর্ক করে বলেছে, ***"যদি কেউ কাজ করতে না চায়, সে আহারও না করুক।"***

১২ পদে পৌল এইভাবে তাদের জীবনোপায় অর্জন করার কারণের কথা বলেছে: ***"যেন বাইরের লোকদের কাছে তোমরা শিষ্টাচারী হও, এবং তোমাদের কিছুরই অভাব না থাকে।" প্রথমত,*** বিশ্বাসীদের এমন জীবনের দ্বারা অবিশ্বাসীরা প্রভাবিত হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা যেন সর্বদা আমাদের কথা ও কাজের দ্বারা অবিশ্বাসীদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারি। নিজেদেরকে খ্রীস্টের পক্ষে রাজদূত হিসাবে চিন্তা করে, আমাদের প্রভুকে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারি। যখন মণ্ডলীর মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী কোনও কাজ করে না, কেবল অন্যদের দয়ার উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে; আর পরচর্চা বা পরনিন্দায় সময় ব্যয় করে, তখন তা দেখে অবিশ্বাসীরা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে সুয়োগ পায়। তাই, তা জেনে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে সেই অনিয়মিত জীবন ত্যাগ করতে বলেছে, শিষ্টাচারী হতে বলেছে।

দ্বিতীয়ত, যারা তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ত্যাগ করে, অন্যদের দয়ার উপর জীবিকা নির্বাহ করছিল, তারা যখন সেই ভুল পথ ত্যাগ করে নিজের হাতে কাজ করে, তখন তাদের কোনও কিছুরই অভাব থাকে না। যার অর্থ, (১) তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। তাদের কিছুরই অভাব থাকবে না; এবং (২) তাদেরকে আর অন্যদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে না। তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হবে। **খ্রীস্টবিশ্বাসী কখনও পরজীবী হতে পারে না।** এইভাবে, আমরা যখন ভ্রাতৃপ্রেম বজায় রাখব, এবং নিজেদের জীবিকা নিজেরা অর্জন করব, তখন তার দ্বারা আমরা অবিশ্বাসীদের কাছে ব্যবহারিক অর্থে সুসমাচার প্রচার করতে পারব। আমাদের জীবন যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

আসুন, ঈশ্বরকে যে জীবন সন্তুষ্ট করে, আমরা সেই পবিত্রতার জীবন (বিশুদ্ধ যৌনজীবন), ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন, অবিশ্বাসীদের কাছে যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদানের জীবন যাপন করি। এই কথা শোনার পর আপনি কি নিজেকে দোষী জ্ঞান করছেন? কারণ, এতকাল আপনি সেই জীবন যাপনে ব্যর্থ হয়েছেন? আফসোস বা আক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যে কোনও মুহূর্তেই নতুন করে শুরু করতে পারি। আসুন, আজই যেন সেই নতুন করে শুরু করার দিন হয়। আমরা আমাদের অতীতকে কোনওভাবে মুছে ফেলতে পারি না বা পাল্টাতে পারি না; পরিবর্তে যেটা করতে পারি, তা হল, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারি, যার জন্য আজই উত্তম দিন, নতুন করে শুরু করার দিন। আসুন, প্রভুর কাছে প্রকৃত অনুতাপে, তাঁর অনুগ্রহে, তাঁতে বিশ্বাসে আমাদের পরিবর্তীত জীবনের আশীর্বাদ ভোগ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com